বিষের নেশা।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

শ্রীরমানাথ দাস প্রণীত।

কলিকাতা, ১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, হইতে
শ্রীনরেন্দ্রকুমার শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

শীল-প্রেস।
৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার শীল দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১৬ সাল।

বিষের নেশা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কি হে শরৎ! চিনিতে পার?"

এই বলিয়া, এক গৈরিকবসনধারী যুবক হাসিতে হাসিতে রৎকুমারের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। যুবকের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিতে অতি সুন্দর,—তাঁহার র্ণ গৌর,—দেহ গোলগাল,—অঙ্গসৌষ্ঠব চমৎকার,—চক্ষু য়ত আকর্ণ বিস্তৃত,—বাহুদ্বয় দীর্ঘ,—বক্ষঃ উন্নত। এক থায় যুবককে রমণীমোহন বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না।

শরৎকুমারের বয়স প্রায় সাতাইশ বৎসর। তিনিও পুরুর,—জাতিতে ব্রাহ্মণ। প্রায় তিন বৎসর হইল, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সংসারে তিনি একা। পৈতৃক র মধ্যে কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী। সেই জমীতে চারিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

কুমারের বাড়ী বড়িশাগ্রামে। বাড়ীখানি দ্বিতল হা নিতান্ত বড় নহে। একজন পাচকব্রাহ্মণ ও একজন

বিশ্বাসী ভৃত্য শরৎকুমারের সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাঁহার বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নাই।

বেলা দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে স্নানাহার সমাপন করিয়া শরৎকুমার বৈঠকখানায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন,—এমন সময়ে সেই গৈরিকবসনধারী যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরিচিত কণ্ঠস্বরে শরৎকুমার চমকিত হইলেন এবং আগন্তুকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন;—কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "না মহাশয়! সত্যই আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না। আপনার কণ্ঠস্বরে বোধ হইয়াছিল, আপনি আমার পরিচিত কিন্তু মুখ দেখিয়া সে ভ্রম দূর হইয়াছে।"

আগন্তুক অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। পরে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি শরৎ! তুমি পর্য্যন্ত আমায় ভুলিয়া গিয়াছ? একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি, চিনিতে পার কি না?"

দ্বিরুক্তি না করিয়া, শরৎকুমার আগন্তুকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন,—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোনরূপে চিনিতে পারিলেন না। অবশেষে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন "না মহাশয়! অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি আপনাকে স্মরণ করিতে পারিলাম না। আপনার নাম কি? আর কোথা হইতেই বা এখানে আসিতেছেন?"

হাসিতে হাসিতে আগন্তুক উত্তর করিলেন, কি শরৎ! তোমাদের প্রিয়বন্ধু জগদীশকে যে এত ভুলিয়া যাইবে,—তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমরা

উভয়ে বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করি,—তখন আমিই আমাদের শ্রেণীর একখানি পাথা নষ্ট করিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, দোষীর নাম প্রকাশ করিতে সকল ছত্রেকে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমার সহপাঠী সকল আমাকে এত ভালবাসিত যে, তাহারা আমাকে প্রকৃত দোষী জানিতে পারিয়াও,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমার নাম প্রকাশ করে নাই। তাহার ফলে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত বালকের নাম কাটিয়া,—বিদ্যালয় হইতে দূর করিয়া দেন। এখন কি জগদীশকে মনে পড়িয়াছে?"

জগদীশের কথায় শরৎকুমার স্তম্ভিত হইলেন। পরে সশব্যস্তে উত্তর করিলেন, "কণ্ঠস্বর শুনিয়া, আমার প্রথমে ঐরূপ ধারণা হইয়াছিল বটে;—কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া এবং——"

বাধা দিয়া জগদীশ বলিলেন, "লোকমুখে আমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, আমাকে সত্য সত্যই মৃত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলে, কেমন?"

শঠিক অনুমান করিয়াছ। যখন একবৎসর পূর্ব্বে তোমার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম,—তখন তুমি যে আজও জীবিত আছ, কেমন করিয়া জানিব? বিশেষতঃ তোমার অবয়বের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তোমার গর্ভধারিণী জীবিতা থাকিলে, তিনিও চিনিতে পারিতেন না। এখন সেকথা যাউক,—এতকাল কোথায় ছিলে বল? আর কেনই বা মিথ্যা করিয়া তোমার মৃত্যু সংবাদ রাষ্ট্র করিয়াছিলে?

জ। আমার পোষাক দেখিয়াই তুমি বুঝিতে পারি

আমি একস্থানে স্থায়ী নয়। যখন যেখানে গিয়া পড়ি,—তখন সেই স্থানেই রাত্রিযাপন করি। সন্ন্যাসীর আবার থাকা থাকি কি? আর মৃত্যু-সংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ,—সেটা আমার হাত নয়। আমার কোন শত্রুই ঐকথা রাষ্ট্র করিয়াছিল।

শরৎকুমার ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, না গেরুয়া কাপড় পরিয়া সন্ন্যাসীর ভাণ করিতেছ?"

জগদীশ উচ্চ হাস্য করিলেন। পরে বলিলেন, "কোন্ দুঃখে আমি সন্ন্যাসী হইব? এমন কোন কারণ দেখিতে পাই না, যাহাতে আমি সংসার ত্যাগ করিয়া,—বনে বনে বেড়াইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিতে পারিব।"

শ। কারণ আছে বই কি জগদীশ! যখন তোমার তেমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী মারা পড়িলেন,—তখন তোমার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। লোকে ঐ অবস্থায় যদি বিবাগী না হইবে, তবে আর কিসে হইবে?"

জ। কেবল মুখের কথা মাত্র। কথায় সব হয়। স্বীকার করি, আমার স্ত্রী আমার মনোমোহিনী ছিলেন,—কিন্তু তা বলিয়া তাঁহার মৃত্যুতে আমি একেবারে আত্মহারা হইব কেন? স্ত্রীই একমাত্র সংসারের বন্ধন।

শ। তোমার পক্ষে তাই বটে। তোমার না আছে পুত্র,—না আছে কন্যা। পিতা মাতাও অনেকদিন পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর তোমার সংসারের কি এমন আছে ভাই?

জ। যথেষ্ট। চিরকালই তুমি কূপমণ্ডুক। প্রাণান্তেও একদিন গৃহত্যাগ কর না। যদি একবার পৃথিবীর অন্যান্য স্থান গমন কর,—যদি প্রকৃতির প্রকৃত শোভা সন্দর্শন কর,—তবেই আমার কথা বুঝিতে পারিবে। এখন আর বাজে তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই,—আমি অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমার দ্বারস্থ হইয়াছি;—আমায় কিছুদিন এখানে থাকিতে হইবে।

শরৎকুমার কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে,—তোমার যতদিন ইচ্ছা থাক,—আমার কোনও আপত্তি নাই। আমার বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নাই;—সুতরাং তুমি নির্ব্বিঘ্নে যথা ইচ্ছা যাইতে পারিবে। তুমি ব্রাহ্মণ,—আমিও ব্রাহ্মণ;—সুতরাং তোমার জন্য স্বতন্ত্র কোনপ্রকার বন্দোবস্ত করিতে হইবে না।"

জগদীশ আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি শরৎকুমারের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। পরে বলিলেন, "তোমার বাড়ীতে থাকিব বটে,—কিন্তু বৃথা তোমার অন্নধ্বংশ করিব না;—আমার দ্বারা তুমি যথেষ্ট উপকার পাইবে। কিন্তু ভাই,—আমার আর একটী অনুরোধ আছে।"

শ। কি?

জ। আমার স্বতন্ত্র একটী ঘর দিতে হইবে। আমি অপরের সহিত একঘরে বাস করিতে পারি না।

শ। বেশ কথা!—ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন আমি তোমার অনুরোধও রক্ষা করিতে পারিব। সম্প্রতি আমার বাগানের ম্যানেজার বাবু ছুটী লইয়া দেশে গিয়াছেন। যে ঘরে

বাস করিতেন,—সেই ঘরটী থালি আছে;—তুমি স্বচ্ছন্দে সেখানে থাকিতে পারিবে।

জগদীশ আনন্দিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বাগানের আবার ম্যানেজার কি? তিনি তোমায় কি কাজ করিতেন?"

শরৎকুমার উত্তর করিলেন, "অনেকদিন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমার আধুনিক সাংসারিক ব্যাপার তুমি কিছুমাত্র অবগত নও। পিতা মাতার মৃত্যুর পর, আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। আমার পিতার নগদ বিষয় ছিল না;—কয়েক বিঘা জমীই আমার একমাত্র ভরসা। সেইজন্য চাষ করিয়া এবং সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, আমি বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম। ক্রমে সেই কার্য্য এত বাড়িয়া উঠিল যে, আমি একা আর তাহা চালাইতে পারিলাম না। বাধ্য হইয়া তখন আমায় একজন লোক রাখিতে হইল। সেই অবধি আমি তাঁহাকে ম্যানেজারের পদে বসাইয়াছি। লোকটী বেশ চতুর ও কার্য্যক্ষম।"

শরৎকুমারের কথা শুনিয়া, জগদীশ বলিয়া উঠিলেন, "ভালই হইয়াছে। চাষের কার্য্য আমিও বেশ ভাল জানি। কিন্তু মুখে সেকথা বলিলে, আত্মগরিমা প্রকাশ করা হইবে। আমার ইচ্ছা এই যে, যতদিন না তোমার ম্যানেজার ফিরিয়া আইসেন,—ততদিন তুমি আমায় ঐকার্য্যে নিযুক্ত কর। দেখ, আমি কিছু করিতে পারি কি না।"

শরৎকুমার সম্মত হইলেন। পরে বলিলেন, "বেশ কথা কাল হইতে তুমিই ম্যানেজারের কার্য্যকর। তোমার জিনিষ ...কা কিছু আছে আজই লইয়া আইস।"

ঈষৎ হাসিয়া জগদীশ বলিলেন, "আমার আর অন্য জিনিষ পত্র কোথায়। থাকিবার মধ্যে একটা বড় বাক্স, সেটা নিকটেই আছে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই লইয়া আসিব। এখন আমার আহারাদির যোগাড় করিয়া দাও। আজ তিন দিন আমার পেটে অন্ন নাই।"

শরৎকুমার তখনই গাত্রোত্থান করিলেন এবং জগদীশের আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে জগদীশ সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বস্ত্রাদি ছিল না, কাজেই শরৎকুমার তাঁহাকে আপনারই কাপড়, জামা ইত্যাদি প্রদান করিলেন। পরে সামান্য জলযোগ করিয়া দুই বন্ধুতে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন।

কিছুদূর গমন করিলে পর শরৎকুমার বলিলেন, "শুনিয়াছি বেহালায় তোমার মাতুলালয়। অনেককাল তুমি মাতুলালয়ে বাস করিয়াছিলে। বেহালার জমীদারের সহিত তোমার পরিচয় আছে?"

জগদীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার কথা বলিতেছ? যোগেশ বাবুর—তিনি ত অনেক দিন পূর্ব্বে মারাপড়িয়াছেন শুনিয়াছি।"

শরৎকুমার হাসিয়া বলিলেন, "প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে

তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। এখন তাঁহার পুত্র রমেশ বাবুই বেহালার জমীদার।”

জ। রমেশ বাবুকে আমি চিনি বটে কিন্তু তিনি কি আমার মত দরিদ্র লোককে চিনিতে পারিবেন? তিনি লোক কেমন।

শ। অতি সজ্জন—আমি তাঁহারই নিকট যাইতেছি। তিনি কেমন লোক স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবে।

জ। তোমার সহিত কোন সূত্রে তাঁহার আলাপ হয়?

শরৎকুমার কিছু লজ্জিত হইলেন। তিনি মস্তক অবনত করিয়া ঈষৎ হাসিতে লাগিলেন। পরে অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, “তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।”

শরৎকুমারের কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া জগদীশ বলিলেন, “অতি উত্তম হইয়াছে। সংসারে স্ত্রীলোক না থাকিলে, সংসারই নয়। এত উপার্জ্জন করিতেছ, এমন আরামে বাগান বাটীতে বাস করিতেছ, অভাবের নাম মাত্র নাই; কিন্তু ভাই বল দেখি এততেও তোমার মনে সুখ নাই কেন? যোগ্যা স্ত্রীর অভাবই তোমার অসুখের একমাত্র কারণ।”

শরৎকুমার বলিলেন, “যে দিন হইতে রমাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার সুখ শান্তি লোপ পাইয়াছে। যদি কখনও রমাকে বিবাহ করিতে পারি, তবেই আবার সুখী হইতে পারিব।”

জ। যখন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন আবার সন্দেহ করিতেছ কেন?

শ। তুমি আমার সহপাটী—বিদ্যা উভয়েরই সমান। কেন যে সন্দেহ করিতেছি, সে কথা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?

জ। না আঁচালে বিশ্বাস হয় না, কেমন?

শরৎকুমার হাসিয়া জগদীশের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। পরে বলিলেন, "কিন্তু ভাই এ সকল কথা যেন রমেশ বাবুকে বলিও না। তুমি আমার পরম বন্ধু, সেই জন্যই তোমার কাছে বলিলাম।"

জ। তুমি কি প্রত্যহই রমেশ বাবুর বাড়ী গিয়া থাক?

শ। হাঁ—একদিন না যাইলে রমেশ বাবু দুঃখিত হন এবং বারম্বার এখানে লোক পাঠাইয়া দেন। রমেশ বাবুর ইচ্ছা নয় যে আমি আর স্বতন্ত্র বাস করি।

জগদীশ হাসিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, "সে কি শরৎ গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি। বিবাহ হইতে না হইতে তোমার ভাবী শ্বশুর তোমাকে ঘর জামাই করিবার পরামর্শ করিয়াছেন, তুমিও বোধ হয় সম্মত হইয়াছ কেমন?"

ঈষৎ হাসিয়া শরৎকুমার উত্তর করিলেন, "সম্মত না হইয়া আর করি কি? রমা তাঁহার এক মাত্র কন্যা। বিবাহের পর যদি রমা আমার নিকট আসিয়া বাস করে, তাহা হইলে রমেশ বাবুর অত্যন্ত কষ্ট হইবে, এই কারণেই আমি বিবাহের পর এক বাড়ীতে থাকিতে সম্মত হইয়াছি। কোথায় থাকিব এখনও স্থির হয় নাই।"

এইরূপ কথায় কথায় উভয়ে বেহালার জমাদার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ী খানি প্রকাণ্ড ও দ্বিতল

কিন্তু সংস্কার অভাবে অবস্থা অতি শোচনীয়। বাড়ীর দরজায় একজন বৃদ্ধ দ্বারবান দাঁড়াইয়াছিল। শরৎকুমারকে দেখিয়া সে বলিল, "জামাই বাবু! আপনাকে ডাকিতে লোক গিয়াছিল; আপনার সহিত কি তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

শরৎকুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, "কই না। কে গিয়াছে? হরিদাস?"

দ্বারবানও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ—হরিই গিয়াছে। কিন্তু আপনার সহিত দেখা হইল না কেন? সে ত অনেকক্ষণ গিয়াছে।"

শ। হয় ত পথে কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইয়াছে, তাই হুদণ্ড মনের সাধে তাহার সহিত গল্প করিতেছে। সে কথা যাউক, সে এখনই ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু এত সকালে তলব কেন? আমার ত আসিবার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই।

দ্বা। আজ্ঞে না—সে জন্য নয়। বাড়ীতে একজন সাপুড়ে খেলা দেখাইতে আসিয়াছে। বাবু তাহাকে বসাইয়া রাখিয়াছেন। আপনি না আসিলে তাহার খেলা আরম্ভ হইবে না।

সাপুড়ে খেলা দেখাইতে আসিয়াছে শুনিয়া, জগদীশ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি শরতের হাত ধরিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। শরতও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তখনই ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

জমীদারের বাড়ী খানি তিন মহল। প্রথম মহলে সরকার আমলা ইত্যাদি বাস করে। তোষাখানা—ধনাগার,—বিচার গৃহ এই সমস্তই প্রথম মহলে। দ্বিতীয় মহলে,—রান্নাঘর ভাণ্ডার। আত্মীয়-স্বজন কিম্বা বন্ধু-বান্ধব আসিলে, এই মহলে

বাস করিয়া থাকেন। তৃতীয় মহলে অন্দর। স্ত্রীলোকের মধ্যে এক রমা—রমেশ বাবুর একমাত্র কন্যা, আর জমীদারের একজন দূর সম্পর্কীয় পিশি বাস করেন।

বাড়ীর তিন মহলেই এক একটী করিয়া উঠান আছে। রমেশবাবু প্রথম মহলের উঠানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, শরৎকুমারকে দেখিয়া বিশেষ পুলকিত হইলেন। পরে বলিলেন, "আসিয়াছ বাবা! তোমার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলাম। একজন সাপুড়ে কি খেলা দেখাইবে বলিয়া তোমায় ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম। আমার আর কে আছে বাবা, যে তাহাদিগকে লইয়া আমোদ করিব। তুমিই আমার জামতা, তুমিই আমার সব। তোমাদের সুখী দেখিলেই আমি সুখী।

এই কথা বলিতে বলিতে সহসা জগদীশের উপর তাঁহার নজর পড়িল। তিনি অনুচ্চস্বরে শরৎকুমারকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎকুমার উত্তর করিলেন, "জগদীশ আমার সহপাঠী। অনেকদিন একসঙ্গে একই বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি উনি পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং কিছুদিন আমার বাড়ীতে বাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইনি অতি সজ্জন—বাল্যাবধি কখনও ইহাকে মিথ্যা বলিতে শুনি নাই।

ভাবী জামতার কথা শুনিয়া রমেশচন্দ্র একবার ভাল করিয়া জগদীশকে দেখিলেন। পরে বলিলেন, "ইহাঁকে যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে।"

পরে জগদীশের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কখনও শান্তিরাম বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন

আমার বেশ স্মরণ হইতেছে আমি সেই বাড়ীতেই আপনাকে দেখিয়াছি।"

জগদীশ অতি ভক্তিভাবে নমস্কার করিয়া উত্তর করিলেন আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন। শান্তিরাম বাবু আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল। আমি বাল্যকালে মাতুলালয়েই থাকিতাম এবং সেই খানেই আমি প্রতিপালিত হইয়াছি।

তখন রমেশ বাবু অতি যত্ন সহকারে দুই বন্ধুকে দ্বিতীয় মহলের উঠানে লইয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সাপুড়ে এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ভাবে একস্থানে বসিয়াছিল। রমেশ বাবুকে নিকটে দেখিয়া সে খেলা আরম্ভ করিবে কি না জিজ্ঞাসা করিল। রমেশ বাবু শরৎকুমারকে দেখাইয়া বলিল, "তোমার যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে উহাঁকে জিজ্ঞাসা কর। উহাদেরই খেলা দেখিবার সাধ--আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, খেলা ধূলা আমার আর এখন ভাল লাগে না।"

এই বলিয়া রমেশ বাবু সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন জগদীশ সেই সাপুড়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খেলা দেখাইবে বাপু!"

সাপুড়ে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "মুখে কি করিয়া বুঝাইব? আপনারা অনেক খেলা দেখিয়াছেন, আমার খেলাও দেখুন, তাহার পর বিচার করিয়া পুরস্কার দিবেন।"

জ। তোমার সাপ কোথায়?

সা। আজ্ঞে ঐ ঝুড়িতে আছে।

জ। দুইটা ত ঝুড়ী দেখিতেছি,—সাপ আছে কয়টা?

সা। আজ্ঞে দুইটা।

জগদীশ হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঐ দুইটা সাপ লইয়া খেলা দেখাইতে আসিয়াছ?

সা। আজ্ঞে হাঁ। আমার সাপ ত যে সে সাপ নয়। আমার সাপের বিষ দাঁত ভাঙ্গা নয়। এ রকম আভাঙ্গা সাপের খেলা আপনারা দেখিয়াছেন কি না বলিতে পারি না।

জ। এই খান হইতে সাপ বাহির করিতে পার?

সা। আজ্ঞে—সেটা কেবল ভেল্‌কী বই ত নয়। কেবল হাতের কৌশল মাত্র। সাপটা নিজের কাছেই কোন গোপনীয় স্থানে রাখিতে হয়—তাহার পর ক্রমাগত বাঁশী বাজাইয়া অনেক বাজে আড়ম্বর করিয়া দর্শকগণকে ভুলাইয়া সেই সাপই বাহির করা হয়।

জ! কেন? সর্প চালনা একটা বিদ্যা। সে বিদ্যা জানা থাকিলে তাহার বলে তুমি যে সে স্থান হইতে সর্প বাহির করিতে পার।

সাপুড়ে হাসিতে লাগিল। জগদীশের কথায় সে বিশ্বাস করিল না। সে বলিল, "না বাপু সর্প চালনা বলিয়া কোন বেদ্যা নাই। কথাটা কেবল লোকের মুখেই শোনা যায় চক্ষে কখনও দেখি নাই।"

জ। দেখিতে চাও।

সা। কে দেখাইবে?

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া জগদীশ উত্তর করিলেন,

"বল ত আমিই দেখাই। সে বিদ্যা আমার জানা আছে।"

সাপুড়ে স্তম্ভিত হইল। পরে আত্ম সম্বরণ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমার দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। যদি বিরক্ত না হন, কিম্বা যদি কষ্ট বোধ না করেন, তাহা হইলে আপনি ঐ গর্ত্তের ভিতর হইতেই একটা সাপ বাহির করুন।"

জগদীশ বলিলেন, "আগে তুমি কি খেলা দেখাইবে দেখাও; পরে আমার খেলা দেখিও।"

সাপুড়ে সম্মত হইল। তখন দলে দলে লোক আসিয়া জমীদার বাড়ী পূর্ণ করিতে লাগিল। রমেশ বাবু কন্যাকে লইয়া দ্বিতল হইতে দেখিতে লাগিলেন। জগদীশ ও শরৎ কুমার সাপুড়ের নিকটে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া রহিলেন।

সাপুড়ে অগ্রে অন্যান্য নানাপ্রকার ভেল্‌কী দেখাইয়া অবশেষে একটী ঝুড়ি খুলিয়া একটী সর্প বাহির করিল। জগদীশ পরীক্ষার জন্য সাপের নিকটে যাইল, সাপুড়ে তাঁহাকে যাইবার নিষেধ করিল। বলিল, "বাবু! আগেই বলিয়াছি, সাপ দুটা আভাঙ্গা। আপনি এত কাছে থাকিলে যদি এ দংশন করে তাহা হইলে আপনাকে বাঁচান দায় হইবে!"

জগদীশ হাসিয়া উঠিলেন। তিনি তখন ভূমি হইতে সামান্য ধূলি লইয়া মনে মনে কি মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন এবং তখনই সে মন্ত্রঃপুত ধূলি সর্পের গাত্রে ছড়াইয়া দিলেন। নিমেষ মধ্যে সর্প মস্তক অবনত করিয়া মৃতের

ন্যায় পড়িয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে ঝুড়ী হইতে বাহির করিবার সময় যে সর্প ভয়ানক গর্জ্জন করিতেছিল, ঝুড়ী হইতে বাহির হইয়া যে ক্রমাগত ফণা উত্তোলন করিয়া ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে করিতে সাপুড়েকে দংশন করিতে উদ্যত হইতেছিল, জগদীশের মন্ত্রঃপূত ধূলি তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে না করিতে সে যেন মুমূর্ষু দশা প্রাপ্ত হইল। সাপুড়ে এবং অন্যান্য সমস্ত লোক জগদীশের কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। কিন্তু সাপুড়ে গর্ব্ব করিয়া বলিল, "আচ্ছা হুজুর! যদি আপনি আমার অপর সাপকে বশীভূত করিতে পারেন, তবেই জানিব আপনি ওস্তাদ।"

এই বলিয়া সে অপর ঝুড়ীটী খুলিয়া উহার ভিতর হইতে একটা ভয়ানক প্রকাণ্ড সর্প বাহির করিল। ঝুড়ী হইতে বহির্গত হইয়া সাপটী যে প্রকার ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল, যেরূপে সাপুড়েকে দংশন করিতে উদ্যত হইল, মধ্যে মধ্যে যেরূপ ভাবে দর্শকগণের দিকে ছুটিয়া আসিতে চেষ্টা করিল, তাহাতে রমেশ বাবু, শরৎ কুমার এবং অন্যান্য দর্শকগণ সকলেই সেই সর্পকে পুনরায় ঝুড়ীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন।

জগদীশ এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই। তিনি সকলের ভয় দেখিয়া এবং তাহাদের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে আবার ভূমি হইতে ধূলি লইলেন এবং মন্ত্রঃপূত করিয়া সেই সর্পের গাত্রে ছড়াইয়া দিলেন। চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে সেই প্রকাণ্ড

সর্প মস্তক অবনত করিল এবং সাপুড়ে যৎপরোনাস্তি উত্তেজিত করিলেও সে তখনই ঝুড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সাপুড়ে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। সে আর পুরস্কারের নাম করিল না। নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, "বাবু এইবার আপনার খেলা দেখান। আমি দেখিয়া প্রস্থান করি। জানিনা কাহার মুখ দেখিয়া আজ আপনাদের বাড়ী আসিয়াছি।"

জগদীশ হাসিয়া বলিলেন, "বেশ কথা। কিন্তু অগ্রে তুমি আমায় পরীক্ষা করিয়া লও। দেখ আমার কোন স্থানে কিছু লুকান আছে কি না।"

সাপুড়েও ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আজ্ঞে না— আপনার উপর আমার কোন অবিশ্বাস নাই। আপনি কিছু খেলা দেখাইবার জন্য এখানে আইসেন নাই। আপনি বাহির করুন।"

জগদীশ বলিলেন, "আমি মন্ত্র বলে সর্প চালনা করিয়া ঐ নর্দ্দমার মুখে আনিব। তোমায় কিন্তু সর্প ধরিতে হইবে।"

সাপুড়ে সম্মত হইল, জগদীশ তাহার হস্ত হইতে বংশী লইয়া এমন সুন্দর বাজাইতে লাগিলেন যে, উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। প্রায় শতাধিক লোক উপস্থিত হইলেও সে স্থান এমন নিস্তব্ধ ছিল যে, বোধ হয় সামান্য সূচ পতনের শব্দও সকলে শুনিতে পাইতেন।

এই প্রকার বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে জগদীশ অগ্রে, একবার পশ্চাতে, কখন দক্ষিণ পার্শ্বে

কখন বাম পার্শ্বে হেলিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার গতি বিধি তাঁহার তৎপরতা ও তাঁহার আড়ম্বর দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপ করিবার পর জগদীশ বাবু হঠাৎ বংশীবাদন বন্ধ করিলেন এবং কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে সেই নর্দ্দমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরে চীৎকার করিয়া বলিলেন "ঐ দেখ, খেলোয়ার, ঐ দেখ নর্দ্দমার মুখেই সাপ আসিয়াছে। তুমি কেবল উহাকে ধরিয়া ঝুড়ীর ভিতর রাখ।"

অপর দর্শকগণ এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সাপুড়ে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ সেই সর্পের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে হাত জোড় করিয়া অতি বিনয়ভাবে বলিল "হুজুর আপনার শিক্ষা অতি চমৎকার এ বিদ্যা অতি সামান্য লোকের জানা আছে। আমি লোকমুখে শুনিয়ছিলাম বটে কিন্তু পূর্ব্বে আর কখনও ঐ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখি নাই।"

এই বলিয়া সে জগদীশের পদতলে শুইয়া পড়িল। জগদীশ হাসিতে হাসিতে তাহাকে উঠিতে বলিলেন এবং অবিলম্বে সে সেই সর্পটী ধরিতে আদেশ করিলেন। সাপুড়ের ভয় হইল। সে প্রথমতঃ কিছুতেই সম্মত হইল না। পরে অনেক অনুরোধের পর ভয়ে ভয়ে সর্পের নিকটে গমন করিল।

তাহাকে ভীত দেখিয়া জগদীশ বলিলেন বাপু! তোমার নিজের সাপ চিনিতে পারিতেছ না। ছোট ঝুড়ীটা খুলিয়া দেখ উহার ভিতর সাপ নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি সর্প চালনা করিয়া আনিব, তোমার সর্পকে ঝুড়ীর ভিতর হইতে নর্দ্দমার মুখে লইয়া গিয়াছি ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।"

জগদীশের কথা শুনিয়া সাপুড়ে তখনই ছোট ঝুড়ীটা খুলিয়া ফেলিল। সকলেই দেখিল তাহার মধ্যে সাপ নাই। তখন সাপুড়ে তাড়াতাড়ি নর্দ্দমার নিকট গিয়া সাপটীকে ধরিয়া ফেলিল এবং তখনই ঝুড়ীর ভিতর রাখিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া রমেশ বাবু ও শরৎকুমার অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা সাপুড়েকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। এবং জগদীশের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দর্শকগণ তথা হইতে প্রস্থান করিল। শরৎকুমার জগদীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কোথায় এই অদ্ভুত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। জগদীশ বলিলেন "বিন্ধ্য পর্ব্বতের এক গহ্বরে এক পরম সিদ্ধপুরুষ বাস করেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি একদিন গুরুর সহিত সেখানে গিয়া উপস্থিত হই। আমার গুরুদেব অনায়াসে পেনীর গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। আমি কিন্তু যাইতে সাহস করিলাম না। দেখিলাম ভয়ানক অজগর সর্প সকল চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। গুরুদেব আমায় দেখিতে না পাইয়া কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখনই ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাকে এমন বিদ্যা শিক্ষা দিলেন যে সর্পগণ চারিদিকে থাকিলেও তাহারা আমার কোন রূপ ক্ষতি করিতে পারিল না। যখন গুরুদেবের সহিত পুনরায় তাঁহার আশ্রমে গমন করি তিনি দয়া করিয়া আমাকে সর্প ও হিংস্রক পশু সম্বন্ধীয় অনেক বিদ্যা শিখাইয়া দিয়াছেন। এ বিদ্যা আমি তাঁহারই নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেইদিন হইতে জগদীশ বাবু জমীদার বাড়ীর সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। শরৎকুমার সচ্চরিত্র, সদাশয় ও উদার প্রকৃতির লোক বটে কিন্তু তিনি সকল লোকের মন রক্ষা করিতে পারিতেন না। কেহ বা তাঁহার সদগুণে বশীভূত হইত কেহ বা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইত। সকলকে সন্তুষ্ট করা তাঁহার ন্যায় লোকের কর্ম্ম নহে।

জগদীশ বাবু কিন্তু সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি যেখানে যেমন সেখানে সেই মতই কার্য্য করিতেন। জগদীশ সকলের সঙ্গেই মিশিতেন। জমীদার বাড়ীর ভৃত্যগণ কোন আমদের আয়োজন করিলে জগদীশ অগ্রে সেই আমোদে যোগ দিতেন বাড়ীর সরকার আমলাগণের সহিত কত গল্প করিতেন আবার স্বয়ং জমীদার বাবুর কোন পরামর্শের প্রয়োজন হইলে জগদীশকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন। এককথায় জগদীশ অতি অল্প দিনের মধ্যেই সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

রমা বালিকা মাত্র—বিবাহের সে কিছুই বোঝে না। কিন্তু জগদীশের মুখে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়া, তাঁহার নানাবিধ যাদুবিদ্যা দেখিয়া সেও ক্রমে তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জগদীশ—রমণীমোহন। যে রমণী একবার জগদীশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে সেই তাঁহার অপরূপ রূপ মাধুরীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। যতকাল জগদীশকে দেখে নাই ততকাল রমা

শরৎকুমারকেই সুন্দর দেখিত এবং পিতার মুখে তাঁহার সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিত। কিন্তু জগদীশকে দেখিয়া অবধি সে আর শরৎকুমারকে দেখিয়া তত আনন্দ বোধ করে না, বরং তাহার সহিত বিবাহ হইবে জানিয়া আন্তরিক বিরক্ত হইতে লাগিল। শরৎকুমার ও জগদীশ উভয়েই রমার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। শরৎকুমার মর্ম্মাহত হইলেন, জগদীশ আন্তরিক আনোন্দিত হইলেন। কিন্তু কেহ কাহার নিকট তৎকালীন মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না।

রমেশ বাবু যদিও শরৎকুমারকেই কন্যাদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন তথাপি জগদীশের সহিত পরিচয় হইবার পর হইতে তিনিও কেমন বিচলিত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে শরৎকুমারের নিকট প্রতিশ্রুত হওয়ায় এখন তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন। ভাবিলেন কন্যার বিবাহ আপাততঃ কিছুদিন স্থগিত রাখিবেন।

শরৎকুমার রমেশ বাবুর আচরণে দুঃখিত হইলেন, কিন্তু কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। রমা পূর্ব্বে পিতার সহিত প্রায় তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার গল্প শুনিত কিন্তু সেও আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে না।

একদিন শরৎকুমার বেলা একটার সময় জগদীশের গৃহে গমন করিলেন। দেখিলেন জগদীশ ঘরে নাই। তাঁহার এক ভৃত্য বলিল তিনি রমেশ বাবুর বাড়ীতে গিয়াছেন, ভৃত্যের কথায় শরৎকুমারের ভয়ানক সন্দেহ হইল, তিনি তৃখনই রমেশ বাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন। দেখিলেন, ,জগদীশ রমা ও রমেশ বাবুর সহিত তাস খেলিতেছেন।

শরৎকুমারকে দেখিয়া রমেশ হাসিতে হাসিতে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে খেলায় যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শরৎকুমার তাস খেলিতে জানিতেন না, তিনি কাজেই খেলিতে পারিলেন না। রমা আন্তরিক বিরক্ত হইল—ভাবিল এ বয়সেও যদি তিনি তাস খেলিতে না জানেন তবে আর শিখিবেন কবে।

এইরূপ নানা কারণে রমেশ ও তাহার কন্যা রমা শরৎকুমারের উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু সে জন্য তিনি রমার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইলেন না।

এইরূপে প্রায় চারিমাসকাল অতীত হইল। এই সময়ের মধ্যে জগদীশ বাগানের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন—তাঁহার আয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। শরৎকুমার জগদীশের এই কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেও এক বিষয়ের জন্য তিনি তাঁহাকে বিষ নয়নে দেখিতে লাগেলেন।

জগদীশ অতি চতুর লোক। তিনি রমেশ ও শরৎকুমারের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেও কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

সে যাহা হউক এইরূপে আরও দুইমাস অতীত হইলে একদিন সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে শরৎকুমার সহসা জগদীশের ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ঘরের দরজা ভিতর হইতে আবদ্ধ। দুই একবার ধাক্কা দিলেন, কিন্তু কোন সাড়া পাইলেন না। জগদীশের ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছেন যে সেদিন আর কিছু আহার করিবেন না।

শরৎকুমার ভৃত্যের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। জগদীশ যদি সত্য সত্যই পীড়িত হইতেন তাহা হইলে তিনি অগ্রেই জানিতে পারিতেন। প্রকৃত ব্যাপার কি জানিবার জন্য শরৎ কুমার বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিরূপে জগদীশের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে সেই গৃহদ্বারে দুইটী ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। তখনই সেই ছিদ্র পথে চক্ষু দিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ ব্যাপার দেখিবার জন্য শরৎকুমারের কৌহতুল জন্মিল। কিন্তু যেমন তিনি সেই ছিদ্র দিয়া গৃহের ভিতর লক্ষ্য করিলেন অমনই লম্ফ দিয়া দশ হাত পশ্চাতে পলাইয়া আসিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে হতবুদ্ধি হইলেন, জগদীশকে তখনই সেখান হইতে দূর করিয়া দিতে সংকল্প করিলেন। তিনি দেখিলেন জগদীশ একটা প্রকাণ্ড সিন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, সিন্দুক হইতে এক ভয়ানক অজগর সর্প ধীরে ধীরে বাহির হইয়া জগদীশকে একরূপ বেষ্টন করিতেছে যে তাঁহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। জগদীশ কিন্তু উহা গ্রহ্য করিতেছেন না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্পকে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে দিতেছেন। ক্রমে সেই সর্প জগদীশের সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া মুখটী তাঁহার হস্তের নিম্নে রাখিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রহিল। পরক্ষণেই জগদীশ চক্ষু উন্মীলন করিলেন। শরৎকুমার তাঁহার তৎকালীন মুখ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি দেখিলেন জগদীশ অত্যন্ত মলিন ও বিমর্ষ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া জীবন্ত ব্যক্তির মুখ বলিয়া বোধ হইল না। শরৎকুমার আর দেখিতে পারিলেন না। তিনি তখনই সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।

একঘণ্টা পরে শরৎকুমার পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। দেখিলেন ঘরের দরজা পূর্ব্বের ন্যায় আবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি ধাক্কা দিলেন, তখনই দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন জগদীশ শয্যার উপর শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রা যাইতেছেন! তাঁহার নিশ্বাস এত জোরে পড়িতেছিল এবং এত ভয়ানক শব্দ হইতেছিল যে, শরৎকুমারের ভয় হইল। তিনি তখনই তাঁহাকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিলেন এবং অনেকক্ষণ পরে কৃতকার্য্য হইলেন।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে জগদীশ সম্মুখেই শরৎকুমারকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডল আরও মলিন হইয়া গেল। তিনি দুই এক পা অগ্রসর হইয়া শরকুমারকে অতি কর্কশ ভাবে বলিলেন, "শরৎকুমার! যদি নিজের মঙ্গল চাও শীঘ্র এস্থান হইতে পলায়ন কর। যাও—বিলম্ব করিও না। তুমি জাননা এখন কাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছ। যাও—শীঘ্র এখান হইতে দূরে পলায়ন কর। আর আজ রাত্রে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিও না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমার জগদীশের তৎকালীন উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়াই অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহার কথা শুনিয়া আর ক্ষণমাত্র সেখানে অপেক্ষা করিলেন না, প্রাণপণে দৌড়িয়া একেবারে আপনার শয়ন প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। জগদীশের উপর তাঁহার এত ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি পরদিন প্রা

কালেই তাঁহাকে সেখান হইতে বিদায় করিয়া দিবেন স্থির করিলেন।

সে রাত্রে শরৎকুমারের ভাল নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রি তিনি জগদীশের সেই বিকট মূর্ত্তি ও সেই ভয়ানক অজাগর সর্পের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

সে যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে শরৎকুমার জগদীশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনতিবিলম্বে জগদীশ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রে শরৎকুমার তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সে দিন প্রাতে তাহার কোনরূপ চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। তিনি যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তেমনই আছেন।

শরৎকুমার বিষম ফাপরে পড়িলেন। যাহা বলিবার জন্য তিনি জগদীশকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বলিতে প্রথমতঃ সাহস করিলেন না। কিন্তু যখনই তাঁহার মনে পূর্ব্ব রাত্রের ব্যাপার উদয় হইল, তখনই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি অতি নম্রভাবে বলিলেন, "জগদীশ! গত রাত্রে যে ব্যাপার হইয়া গিয়াছে তাহাতে তোমাকে আর এখানে রাখিতে পারি না। তুমি আজই অন্যত্র যাইবার বন্দোবস্ত কর। আমিই তোমার একমাত্র বন্ধু নহে, তোমার আরও অনেক বন্ধু আছে। আমার কাছে এতদিন ছিলে এখন অন্যত্র কোন বন্ধুর নিকট গিয়া কিছুদিন বাস কর। সত্য কথা বলিতে কি তোমায় আমার নিকটে রাখিতে বড় ভয় হয়।"

শরৎকুমার মনে করিয়াছিলেন জগদীশ তাঁহার কথায় ভীত হইবেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শরৎকুমারের

কথা শুনিয়া জগদীশ কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, "বেশ কথা! আমিও আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ইহা তোমার জানা আছে যে আমিই তোমার আধুনিক উন্নতির মূল। যদি ইহা স্বীকার কর তাহা হইলে আমার এই শেষ অনুরোধ তোমায় রক্ষা করিতেই হইবে। আর যদি অস্বীকার কর তবে আজ এখনই তোমার বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

জগদীশের কথায় শরৎকুমার যেন বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "জগদীশ! তুমি যে সম্প্রতি আমার জমীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছ, তাহা আমি ভুলিব না। কিন্তু সেই জন্যই যে আমি তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব, তুমি এখানে যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই করিবে, তাহা হইতে পারে না। তোমার আর কি অনুরোধ আছে বল, যদি সাধ্য থাকে রক্ষা করিব।

জ। এমন কিছু নয়, আমায় অন্ততঃ আরও দশ দিন এখানে থাকিতে দাও। আর গত রাত্রে তুমি যাহা দেখিয়াছ আমার নিকট শপথ করিয়া বল যে সে কথা যেন আর কেহ জানিতে না পারে।

শ। ভাল তাহাই হউক। কিন্তু যেন স্মরণ থাকে। এই দশদিনের পর যেন আমাকে আর নূতন করিয়া কোন কথা বলিতে না হয়।

জ। নিশ্চয়ই না। কিন্তু তোমাকেও আমার কথা রাখিতে হইবে।

শ। আবার কি?

জ। যাহা দেখিয়াছ বল আর কাহাকেও তাহা বলিবে না

শ। কখনও না। যখন তুমি নিষেধ করিতেছ, তখন কেন এখন কাজ করিব।

এই কথা শুনিয়া জদগীশ ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

আহারাদির পর অন্যান্য দিন উভয় বন্ধুতে একত্রে কতশত গল্প করিতেন; কিন্তু সে দিন আর জগদীশ বাবু শরৎকুমারের নিকট আসিলেন না, কিম্বা শরৎকুমারও তাহার প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন না। সেই দিন হইতে উভয়ের মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন রাত্রি নয়টার পর শরৎকুমার আপনার বৈঠক খানায় বসিয়া হিসাব পত্র দেখিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার এক ভৃত্য আসিয়া বলিল, রমেশ বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

শরৎকুমার অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। একেত রমেশ বাবু কদাচ তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া থাকেন, তাহার উপর তাঁহাকে রাত্রে সেখানে আসিতে শুনিয়া, শরৎকুমারের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, রমার কোন পীড়া হইয়াছে। তিনি তখনই ঘর হইতে বহির্গত হইলেন, এবং তাঁহার ভাবী শ্বশুরের হস্ত ধারণ করিয়া আপনার বৈঠকখানায় আনয়ন করিলেন।

উভয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর, শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় এত রাত্রে আপনার এখানে আসিবার কারণ কি? বাড়ীর সংবাদ ভাল ত?"

রমেশ বাবু তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হাঁ—রমা ভাল আছে। কিন্তু আমি একটা গুরুতর সংবাদ দিবার জন্যই আজ তোমার এখানে এই অসময় আগমন করিয়াছি।"

শরৎকুমার আন্তরিক ভীত হইলেন। পরে অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "কি সংবাদ বলুন।"

রমেশ বাবু কর্কশস্বরে বলিলেন, "কথাটা তোমার পক্ষে অমঙ্গল সূচক হইলেও আমায় বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে। রমার সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারে না—তুমি রমাকে ভুলিয়া যাও।"

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলে কৃষক যেমন স্তম্ভিত হয়, পথিমধ্যে অজগর সর্পকে ফণা বিস্তার করিতে দেখিয়া পথিক যেমন আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হয়, জলের আশায় জীবিত হইয়া মরীচিকা ভ্রম হইলে লোকে যেমন বিস্মিত ও হতাশ হয়, রমেশ বাবুর কথা শুনিয়া শরৎকুমার ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনিও কর্কশ ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "রমাকে ভুলিব? কেন মহাশয় আমি এমন কি অপরাধ করিলাম?"

র। যাহাই করনা কেন রমার সহিত তোমার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। রমা আমার একমাত্র সন্তান, বড় আদরেই সে প্রতিপালিতা হইয়াছে। আমার এমন ইচ্ছা নয় যে সে বিবাহের পর কোন প্রকার মনকষ্ট পায়।

শ। আমার সহিত বিবাহ হইলে, রমার কষ্ট হইবে এ কথা কে বলিল? অবশ্য আমি আপনার ন্যায় ধনবান নহি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু উপার্জ্জন

তাহার সমস্তই ত রমার। আমি জীবিত থাকিতে রমার যে কোনরূপ কষ্ট হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে।

র। অর্থের অভাবই কষ্টের একমাত্র কারণ নহে। স্ত্রীলোকের অন্য অনেক বিষয়ে কষ্ট হইতে পারে।

শ। কি বিষয়ে রামার কষ্ট হইতে পারে বলুন?

র। সে কথা বলিতে পারিব না। আমায় ওসকল কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

শ। কি কারণে আমার সহিত রমার বিবাহ হইতে পারে না, তাহা না জানিলে আমিই বা আপনাকে ছাড়িব কেন?

রমেশ বাবু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "অসম্ভব।"

শ। যখন পরস্বাপহারী দস্যুকেও বিনা কারণে গ্রেপ্তার করা হয় না, তখন কি অপরাধ করিয়াছি না জানাইয়া আপনি এমন বিচার করিলেন কেন?"

র। ওসকল কথা আমি অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু এখন আর তাহার কোন উপায় নাই। আমি তোমার নিকট সে কথা বলিতে পারিব না। আমায় জিজ্ঞাসা করিও না।

এই বলিয়া রমেশ বাবু গাত্রোত্থান করিলেন।

শরৎকুমার ভয়, ক্রোধে ও লজ্জায় এমন অভিভূত হইয়াছিলেন যে তিনি রমেশ বাবুর দিকে লক্ষ্য করিলেন না। যখন রমেশ বাবু বিদায় লন, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, "যখন আপনি কোন কথা বলিবেন না, তখন আর আমি কি করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা হয়, রমাকে একখানি পত্র লিখি। যদি আপনার তাহাতে কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমায় একখানি যান।"

রমেশ বাবু কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, পত্র লইয়া যাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি শীঘ্র লিখিয়া দাও।"

শরৎকুমার তখনই এক পত্র লিখিয়া দিলেন; রমেশ বাবু সেই পত্র লইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন, শরৎকুমার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইলেন এবং বাগানের অভ্যন্তরস্থ পথ দিয়া কিছুদূর তাঁহার অনুসরণ করিয়া পুনরায় বৈঠকখানার সম্মুখস্থ বারান্দায় আসিয়া হতাশ হইয়া একস্থানে উপবেশন করিলেন।

শরৎকুমারের তৎকালীন মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। যাহাকে তিনি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন, যাহাকে লইয়া তাঁহার ভাবী জীবন সুখে অতিবাহিত করিবেন আশা করিয়াছিলেন, সহসা বিনা কারণে কেমন করিয়াই বা তাহাকে ভুলিয়া যাইবেন, কেমন করিয়াই বা রমাকে মন হইতে বিদূরিত করিবেন।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় শরৎকুমার ব্যথিত হইলেন। ক্রমে এত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার তন্দ্রা আসিল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কতক্ষণ এরূপভাবে ছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণ নাই কিন্তু সাঙ্গ কোন লোকের বিকট চীৎকারে তাঁহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

যে দিক হইতে সেই শব্দ আসিয়াছিল শরৎকুমার অনেক ক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না। সে দিন পূর্ণিমা মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশ হইতে পূর্ণচন্দ্র রজত শুভ্র কিরণ বিতরণ করিয়া জগতবাসীর মনে অপূর্ব্ব আনন্দধারা প্রবাহিত করিতেছিল।

কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া শরৎকুমারের প্রাণে কে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি মনে করিলেন হয়ত কে

কোনরূপ বিপদ ঘটিয়াছে, হয়ত কোন লোক আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। শরৎকুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই বারান্দা হইতে অবতরণ করিলেন এবং যে পথ দিয়া রমেশ বাবু প্রস্থান করিয়াছেন সেই পথে গমন করিলেন।

কিছুদূর গমন করিবার পর একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন একজন লোক আহত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। শরৎকুমার তখনই তাহার নিকট বসিলেন, তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেন, দেখিলেন তখনও জীবিত। পরক্ষণেই আহত ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলেন। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন যাহা ভাবিয়া ছিলেন তাহা সত্য বলিয়া ধারণা হইল। তিনি দেখিলেন রমেশ বাবু আহতাবস্থায় সেই খানে পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মস্তক দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া শরৎকুমার যেমন সেখান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, অমনই অদূরে জগদীশকে তাঁহারই নিকটে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই জগদীশ চীৎকার করিয়া বলিলেন "কি হইয়াছে শরৎকুমার! এই কতক্ষণ কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল শুনিতে পাইয়াছ?"

শরৎকুমার অতি বিষণ্ণ বদনে বলিলেন "সেই চীৎকার শুনিয়াই ত আমি এখানে আসিয়াছি। কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে দেখ। রমেশ বাবুর এমন অবস্থা কে করিল?"

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জগদীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি এখানে আসিয়াছিলেন?"

শ। হাঁ, কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য তিনি আমার নিকটে আসিয়া ছিলেন। কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহার এ অবস্থা ঘটিল?

জ। কেমন করিয়া জানিব? চীৎকার শুনিয়া আমারও সন্দেহ হইয়াছিল। আমি সেই জন্যই এদিকে আসিয়াছি।

শ। এখন উপায় কি? কি করা যায়?

জ। আপাততঃ ইহাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া চল। তাহার পর থানায় সংবাদ দিতে হইবে।

তখন উভয়ে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া রমেশ বাবুকে শরৎকুমারের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। শরৎকুমার তখনই একজন ডাক্তার আনিতেও আদেশ করিলেন। জগদীশ রমেশ বাবুর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিলেন। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি সামান্যরূপ ডাক্তারী বিদ্যাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার পর তিনি বলিলেন "রমেশ বাবু মাথার খুলি ফাটিয়া গিয়াছে। তিনি যে এ যাত্রা রক্ষা পান এমন বোধ হয় না।

ইত্যবসরে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অগ্রে রোগীকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। পরে বিমর্ষ ভাবে বলিলেন "রমেশ বাবুর মস্তকের খুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবেন। শুনিয়াছি ইহার একটী কন্যা আছে। তাঁহাকে কি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে?"

শরৎকুমার উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে এখনও হয় নাই। এই রাত্রে আর সেই বালিকাকে সংবাদ দিবার প্রয়োজন কি? যদি ইনি কন্যাকে চিনিতে পারিতেন, তাহা হইলেও রমাকে

বাড়ীতে আনিতে পারিতাম। কিন্তু যখন ইনি এরূপ অচেতন অবস্থায় আছেন এবং সম্ভবতঃ শীঘ্রই মারা পড়িবেন তখন তাহাকে এখনই সংবাদ না দিলেই ভাল হয়।"

ডাক্তার বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন। পরে বলিলেন "এ সব ব্যাপার এখনই থানায় রিপোর্ট করুন। বলেন ত আমিই বাড়ী ফিরিবার সময় রিপোর্ট লেখাইয়া যাই।"

শরৎকুমার ও জগদীশ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং পরদিন প্রাতে রমাকে সংবাদ দিতে স্বীকৃত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে স্থানীয় থানার ইন্‌স্পেক্টটার তথায় আসিলেন। শরৎকুমারের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তিনি অগ্রে রোগীকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। পরে যেরূপে শরৎকুমার তাঁহার বৈঠকখানার দালান হইতে তাঁহার চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিলেন, যেরূপে তিনি তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন, যেরূপে জগদীশের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যেরূপে উভয়ে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া রমেশ বাবুকে বাড়ীতে আনিয়াছিলেন, সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টার বাবু তাঁহার কথা শুনিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কত রাত্রে রমেশ বাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন?

শ। প্রায় নয়টা।

ই। কতক্ষণ তিনি এখানে ছিলেন?

শ। অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক নয়।

ই। কোথায় আপনাদের শেষ দেখা হয়?

শ। এই দালানে।

ই। কখন আপনার সন্দেহ হয়? অর্থাৎ আপনি সেই চীৎকার শব্দ কখন শুনিতে পান?

শ। কখন ঠিক মনে নাই, তবে আমাদের পৃথক হইবার দশ মিনিট পরে।

ই। কোন লোককে লুকাইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন? কিম্বা আপনার কোনরূপ সন্দেহ হইয়াছিল?

শ। না কোন সন্দেহ হয় নাই। আমি কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। নিকটে জনপ্রাণীকেও দেখি নাই।

ই। কিরূপ অস্ত্রের দ্বারা রমেশ বাবুর মস্তকে আঘাত করা হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াছেন?

শ। ডাক্তার বাবু যাহা অনুমান করিয়াছেন, আমি তাহাই বলিতে পারি। তিনি বলেন কোন মোটা লাঠি দ্বারাই তাঁহার মাথায় আঘাত করা হইয়াছিল।

ই। সেরূপ কোন অস্ত্র দেখিয়াছিলেন?

শ। কই না—কিন্তু বলিতে কি রমেশ বাবুর ঐ প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমি এত বিচলিত হইয়াছিলাম যে সেরূপ কোন অস্ত্র অন্বেষণ করিবার কথা আমার মনেই ছিল না।

ই। রমেশ বাবুর উপর এখানকার কোন লোকের কোনরূপ আক্রোশ ছিল?

শ। কই না—আমার ত স্মরণ হয় না।

শরৎকুমারের এজেহার লওয়া শেষ হইলে ইন্‌স্পেক্টার জগদীশকে প্রশ্ন করিলেন। জগদীশ যাহা বলিলেন তাহাতে শরৎকুমারের কথাই বজায় রহিল।

এইরূপে পরীক্ষা করিয়া ইন্‌স্পেক্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমেশ বাবুর কন্যাকে সংবাদ পাঠান হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে শরৎকুমার এখনই তাঁহার নিকটে গিয়া তাহার পিতার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করুন।

এই বলিয়া জগদীশকে লইয়া ইন্‌স্পেক্টার বাহিরে যাইলেন। এই সুযোগে শরৎকুমার রমেশ বাবুর পকেট হইতে আপনার পত্রখানি বাহির করিয়া লইতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিলেন যদি কোন সূত্রে ঐ পত্রখানি ইন্‌স্পেক্টারের হস্তে পড়ে তাহা হইলে রমেশ বাবুর সে রাত্রে সেখানে যাইবার কারণ তিনি জানিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে শরৎকুমারকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হইবে।

এই স্থির করিয়া শরৎকুমার অতি সন্তর্পণে রমেশ বাবুর নিকট গমন করিলেন এবং সত্বর তাহার পকেট হইতে দুইখানি পত্র বাহির করিলেন। দ্বিতীয় পত্রের কথা তিনি জানিতেন না, তিনি আপনার পত্র খানিই বাহির করিয়া লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পকেটে হাত দিয়া দুইখানি পত্র দেখিতে পাইলেন এবং তখনই উহাদিগকে আত্মসাৎ করিলেন।

পরক্ষণেই জগদীশকে লইয়া ইন্‌স্পেক্টার তথায় আগমন করিলেন কিন্তু শরৎকুমারকে কোনরূপে সন্দেহ করিতে পারিলেন না। আরও কিছুক্ষণ অন্যান্য কথা কহিয়া ইন্‌স্পেক্টার সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। জগদীশও আপন প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পত্রখানি কি জানিবার জন্য শরৎকুমারের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। তিনি আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অগ্রে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পরে একাগ্রচিত্তে পত্রখানি [illegible]িলেন।

একবার পাঠ করিয়া শরৎকুমার স্তম্ভিত হইলেন। তিনি তখন স্পষ্টই জানিতে পারিলেন যে, সেই পত্রই তাঁহার ভবিষ্যত সুখের আশা নির্ম্মূল করিয়াছে। তিনি আর এক-বার উহা পাঠ করিলেন। দেখিলেন পত্রখানি শ্রীরামপুরের গোস্বামীদিগের বাড়ী হইতে প্রেরিত হইয়াছে। পত্র লেখকের নাম হেমচন্দ্র গোস্বামী। তিনি লিখিয়াছেন :—

"রমেশ বাবু! নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া আপনাকে শরৎ কুমারের চরিত্র বিষয়ে দুই একটা কথা লিখিতেছি। লোকটাকে বাহ্যিক দেখিলে যেমন সাধু সচ্চরিত্র বলিয়া বোধ হয়, তিনি বাস্তবিক তেমন নহে। এখানকার এক প্রতিবেশীর কন্যাকে ভুলাইয়া তাহার পৈতৃক বাড়ী হইতে লইয়া গিয়াছিল। পরে বৎসরাবধি তাহাকে লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে তাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, পুনরায় দূরীভূত করিয়া দিয়াছে। কন্যাটী এখনও এইখানে আছে। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, এখানে আসিলে তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল কথা জানিতে পারিবেন।

হেমচন্দ্র গোস্বামী।

পত্র পাঠ করিয়া শরৎকুমার স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও শ্রীরামপুরে যান নাই, হেমচন্দ্রও তাঁহার পরিচিত নহে। এ অবস্থায় কেন যে তিনি তাঁহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয় এ বিষয় সপ্রমাণ করিবেন, না হয় আত্মঘাতী হইয়া সকল জ্বালা নিবারণ করিবেন।

সে যাহা হউক বেলা চারিটার সময় শরৎকুমার

নিকট গমন করিলেন। অন্যান্য দিন রমা তাহাকে দেখিবামাত্র ঈষৎ হাসিয়া নিকটে আসিত, কিন্তু সেদিন সে সেরূপ করিল না। তাঁহাকে দেখিয়াও যেন দেখিল না। তাহার এইরূপ আচরণে শরৎকুমার মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেন। এবং তখনই রমার নিকট গিয়া বলিলেন, "রমা তোমার পিতা যে কাল রাত্রি হইতে এখানে আইসেন নাই, তাহার কি করিতেছ? তাঁহার কোন সন্ধান লইয়াছিলে কি?"

কাঁদ কাঁদ হইয়া রমা উত্তর করিল, "তিনি আপনাদের বাড়ী গিয়াছেন। যেজন্য গিয়াছিলেন এতক্ষণে তাহা নিশ্চই আপনি জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তিনি এখনও ফিরিয়া আসিলেন না কেন? আর আপনিই বা তাঁহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, কোন সাহসে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আপনি কি মনে করেন, আমার পিতার অমতে আমি কোন কার্য্য করিব? তিনি আমাকে আপনার সহিত কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

শরৎকুমার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "রমা! তোমার পিতা কোথায় জান?"

র। কেমন করিয়া জানিব? কিন্তু সে কথা আপনার নিকট হইতে জানিবার আমার ইচ্ছা নাই। আমার পিতার আপনার সহিত দেখা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শ। তুমি ইচ্ছা না করিলেও আমি যে কার্য্যের ভার লইয়াছি, তাহা অবশ্যই করিব। তোমার পিতা গতরাত্রে খুন হইয়াছেন।

শরৎকুমারের মুখ হইতে শেষ কথা বহির্গত হইতে না হইতে রমা হতচেতন হইয়া তখনই ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

শরৎকুমার তখন তাহার দাসীকে ডাকিয়া দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সেইদিন সন্ধ্যার সময়, শরৎকুমার আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে থানার ইন্‌স্পেক্টার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরৎকুমার সসব্যস্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পরে উভয়ে সেই ঘরে উপবেশন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শরৎকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিবার কোন উপায় করিতে পারিলেন?"

ইন্‌স্পেক্টার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যাহার সাহায্যে রমেশ বাবু আহত হইয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। যেখানে রমেশ বাবু পড়িয়াছিলেন, তাহারই নিকটস্থ কোন ঝোপের ভিতর একগাছি প্রকাণ্ড মোটা লাঠী পাওয়া গিয়াছে।"

শ। সে লাঠী কোথায়?

ই। আমারই সঙ্গে আছে—দেখ দেখি ইহা কাহার?

এই বলিয়া ইন্‌স্পেক্টার একবার শীষ দিলেন। তখনই একজন কনষ্টেবল একগাছা মোটা লাঠী লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ইন্‌স্পেক্টার তাহার হস্ত হইতে লাঠী গাছটী লইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। পরে উহা শরৎ কুমারের হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন দেখি এ গাছি কাহার লাঠী?"

একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই, শরৎকুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, "এ যে আমারই লাঠী! এই যে আমার নাম ইহাতে লেখা রহিয়াছে। হত্যাকারী এ লাঠী কোথায় পাইল?"

ই। আমি পূর্ব্বেই আপনার নাম দেখিয়াই এবং সেই জন্যই উহা দেখাইতে আনিয়াছি। লাঠীগাছটী কোন স্থানে রাখেন?

শ। আমার বৈঠকখানায়,—এই ঘরেই।

ই। কাল কোথায় ছিল?

শ। কালও এই ঘরে ছিল। লাঠীগাছটী ভারি বলিয়া, আমি প্রায়ই উহা ব্যবহার করি না।

ই। কবে উহাকে শেষ দেখিয়াছিলেন? কাল প্রাতে দেখিতে পাইয়াছিলেন কি?

শ। হাঁ,—দেখিয়াছিলাম।

ই। কাহাকেও কি ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন,—মনে পড়ে?

শ। নিশ্চয়ই দিই নাই।

ইন্‌স্পেক্টার সে বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। তিনি দুই একটা অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি,—রমেশ বাবুর কন্যার সহিত আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। বিবাহের লগ্নের দিন স্থির হইয়াছে কি?"

শ। কই না।

ই। গতরাত্রে তিনি কিজন্য আসিয়াছিলেন?

শ। অন্য কোন গূঢ় কারণ ছিল।

ই। শুনিলাম, তিনি আর কখনও রাত্রে আপনার বাড়ীতে আইসেন নাই। কথাটা সত্য কি?

শরৎকুমার কিছুক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ,—কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি আর কখনও রাত্রে আমার এখানে আইসেন নাই।"

ই। তাহা হইলে কালরাত্রে তিনি কেন আসিলেন,—সেকথা আমায় বলিতে হইবে। যদিও আমি লোকমুখে সেবিষয়ে দুই একটা কথা শুনিয়াছি,—তত্রাপি যতক্ষণ আপনার নিকট হইতে না শুনিতেছি,—ততক্ষণ আমার বিশ্বাস হইতেছে না।

শ। পূর্ব্বেই আমি আপনাকে বলিয়াছি, কথাটা গোপনীয়।

ই। গোপনীয় হইলেও আপনাকে বলিতে হইবে। নতুবা আপনারই বিপদ ঘটিবে।

শরৎকুমার কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "যদি সমস্ত শুনিয়া থাকেন,—তবে আর আমায় জিজ্ঞাসা করেন কেন?"

ই। আপনারই মঙ্গলের জন্য।

শ। তিনি বলিতে আসিয়াছিলেন যে, রমার সহিত আমার বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ই। রমা কে?

শ। রমেশ বাবুর কন্যা।

ই। রমেশ বাবুর হঠাৎ এই প্রকার মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি?"

শ। জানি না,—অনেকবার সেকথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন নাই।

ই। আপনার সহিত তাঁহার কোন বচসা হইয়াছিল ?

শ। কেনই বা হইবে ? রমা তাঁহার কন্যা,—তিনি যদি আমার সহিত তাহার বিবাহ না দেন,—তাহাতে আমি কি করিব ?

ই। বিনা কারণে তিনি কিছু এ কাজ করেন নাই,—নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।"

শ। নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আমার জানা নাই।

ই। আপনি ভাল করিয়া স্মরণ করুন, রমেশ বাবুর সহিত আপনার কোনরূপ বিবাদ হয় নাই ত ?

শ। আমার বেশ মনে আছে,—আমাদের কোন বিবাদ হয় নাই।

ই। রমেশ বাবু যখন এখান হইতে বিদায় লন,—তখন আপনি কি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলেন ?

শ। গিয়াছিলাম।

ই। কতদূর ?

শ। এই বারান্দা হইতে নামিয়া উভয়ে একত্রে দশ বার গজের অধিকদূর যাই নাই। তাহার পর তিনি বাড়ীর দিকে ফিরিলেন,—আমিও হতাশ হইয়া, এই বারান্দায় আসিয়া বসিয়া পড়িলাম।

ইন্‌স্পেক্টার আর কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন,—এমন সময় জগদীশ সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টার পূর্ব্বেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে শরৎকুমারের বন্ধু ও বাগানের ম্যানেজার বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিকটে আসিলে,—ইন্‌স্পেক্টার বলিলেন, "আমি যে আসিয়াছি,—তাহা বোধ হয় আপনারা উভয়েই

জানিতে পারিয়াছেন। আমি শরৎকুমার বাবুকে অনেকদিন হইতে চিনি। এমন কি তিনি আমাকে তাঁহার বন্ধু বলিয়া মনে করেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই হত্যাকাণ্ডে শরৎকুমার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।"

শরৎকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই আমি নির্দ্দোষী! আমি শপথ করিয়া বলিতে পারিতেছি যে এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি। আমার বন্ধু জগদীশ সমস্তই জানেন। তিনিও আমার কথা সত্য কি না বলিতে পারিবেন।"

ইন্‌স্পেক্টার উত্তর করিলেন, "আপনার কথায় আমি অবিশ্বাস করিতেছি না। কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া সকলেই আপনাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং আপনাকে গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানা বাহির করিয়াছেন।

শরৎকুমার স্তম্ভিত হইলেন। কিছুক্ষণ কোনকথা কহিতে পারিলেন না। পরে অতিকষ্টে বলিয়া উঠিলেন, সেই জন্যই কি আপনি এইরাত্রে এখানে আসিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আমায় কোথায় লইয়া যাইবেন চলুন।"

জগদীশও শরৎকুমারের নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন কিন্তু ইন্‌স্পেক্টার কোন কথা শুনিলেন না। বলিলেন, "আমরা হুকুমের চাকর। নতুবা শরৎকুমারকে নিরপরাধী জানিয়াও কেন গ্রেপ্তার করিতে আসিব শরৎকুমার যে আমার বিশেষ বন্ধু তাহা এখানকার কে জানে কে?"

জগদীশ আর কোন কথা কহিলেন না। তখন ইন্‌স্পেক্টার শরৎকুমারকে লইয়া একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে কনষ্টেবল আসিয়াছিল সেও কোচবাক্সে উঠিল। জগদীশ সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিল, ইন্‌স্পেক্টার নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "যাহাতে ইনি কালই মুক্তিলাভ করেন আমি তাহার উপায় করিব।"

নবম পরিচ্ছেদ।

একরাত্রি শরৎকুমারকে হাজতে থাকিতে হইল। কিন্তু হাজতে থাকিবার কোন প্রকার কষ্ট তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল না। স্বয়ং ইন্‌স্পেক্টার যাঁহার বন্ধু, বিশেষতঃ যাঁহাকে তিনি স্বয়ং নির্দ্দোষী মনে করেন, কেন তাঁহাকে হাজতে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। তবে উপরিতন কর্ম্মচারীর হুকুম, কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে হাজতে আনিতে হইয়াছিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় রমেশ বাবুর লাস দাহ করা হইল। রমা কাঁদিতে কাঁদিতে শবদাহ স্থানে গমন করিয়া পিতার মুখাগ্নি কার্য্য সমাধা করিল। রমেশ বাবুর অনেক বন্ধুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই রমার দুঃখে দুঃখিত হইলেন।

সকলেই জানিতেন শরৎকুমারের সহিত রমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। রমেশ বাবু শেষ অবস্থায় যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, অনেকেই সে সকল জানিতেন না। আর শরৎকুমার যে ধৃত হইয়া হাজতে আছেন, তাহাও অনেকে জানিতেন না। তাঁহারা সেখানে শরৎকুমারকে দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

দুঃসংবাদ যত শীঘ্র রাষ্ট্র হয়,—সুসংবাদ সেরূপ হয় না। গতরাত্রে রমেশ বাবুর হত্যাপরাধে শরৎকুমার ধৃত হইয়া পুলিশে আনীত হইয়াছেন, গত রাত্রে তাঁহাকে হাজতে থাকিতে হইয়াছিল, এ সকল সংবাদ অতি সামান্য লোকেই জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে উহা সকলেই অবগত হইলেন। সকলেই বুঝিল রমার সহিত শরৎকুমারের বিবাহ না দেওয়ায় শরৎকুমার রমেশ বাবুকে হত্যা করিয়াছেন।

সে যাহা হউক যথা সময়ে রমেশ বাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইল! সকলেই দুঃখিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন তাঁহারা শরৎকুমারের বিচার দেখিবার জন্য দলে দলে পুলিশে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেলা এগারাটার সময় পুলিশে লোকে লোকারণ্য হইল। সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া বিচারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে জুরিগণ আসিয়া একে একে আপন আপন স্থান অধিকার করিলেন। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বকীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

ইন্‌স্পেক্টার অগ্রে একে একে সকল কথা নিবেদন করিলেন। পরে সাক্ষীদিগের এজেহার লওয়া হইল। জগদীশ, বাগানের একজন মালি, ইহারাই প্রধান সাক্ষী ছিল। উভয়েই শরৎকুমারের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। তাহার পর ইন্‌স্পেক্টার সেই লাঠী গাছটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে ধারণ করিয়া, যেখান হইতে যে অবস্থায় উহা পাইয়াছিলেন, উহাতে যাহার নাম লেখা ছিল, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় একে একে বিবৃত করিলেন। এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট জুরিদিগের উপর বিচারের ভার দিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি পাইয়া, তাঁহারা সকলে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন এবং অর্দ্ধঘণ্টা পরে পুনরায় আপন আপন স্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের মত কি? আসামী দোষী—না নির্দ্দোষী?"

জুরিদিগের মধ্যে একজন গাত্রোত্থান করিয়া,—অতি ধীরে ধীরে স্পষ্ট করিয়া উত্তর করিলেন, "আসামী নির্দ্দোষী।"

"নির্দ্দোষী" শব্দ উচ্চারিত হইতে না হইতে পুলিশের ভিতর মহা কলরব উত্থিত হইল। কেহ বলিল, "কি অদৃষ্ট! আপনার ভাবী-শ্বশুরকে খুন করিয়া অব্যাহতি পাইল?" কেহ বলিল, "না হইবে কেন,—পুলিশের লোক যাহার সহায়,—তাহার চিন্তা কি?" কেহ বলিল, "না হে,—তাহা নহে,—পয়সায় কি না হয়?" ইত্যাদি নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। কিন্তু যিনি যাহা বলুন না কেন,—শরৎকুমারের তাহাতে কোনপ্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না;—তিনি হাসিতে হাসিতে পুলিশ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার মুক্তিতে সকলেই মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন।

মুক্ত হইয়া তিনি রমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু রমা কোনক্রমেই দেখা করিল না। তাহার দাসীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল,—সে তাহার পিতৃহন্তার মুখদর্শন করিবে না।

শরৎকুমার মর্ম্মাহত হইলেন। যদিও তিনি নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন,—তত্রাপি রমা এখনও তাঁহাকেই মনে করিতেছে। তিনি বিষণ্ণবদনে গৃহে ফিরিয়া

আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন, জগদীশ ইতিপূর্ব্বেই সেখান হইতে বিদায় হইয়াছেন!

যৎসামান্য আহারাদি করিয়া, শরৎকুমার তখনই শ্রীরামপুর যাত্রা করিলেন এবং অনেক কষ্টে গোস্বামীদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, হেমচন্দ্র নামে কোন লোক তাঁহাদের বাড়ীতে নাই।

শরৎকুমার তখন বিষম বিপদে পড়িলেন। পত্রে যেরূপ লেখা ছিল, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হেমচন্দ্র গোস্বামী শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামীবংশীয় লোক। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সহজেই তাঁহাকে বাহির করিতে পারিবেন,—কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। তিনি যখন ধীরে ধীরে গোস্বামীদের বাড়ী হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে বাড়ীর একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু! কি জন্য আপনি তাঁহাকে খুঁজিতেছেন?"

শরৎকুমার প্রথমতঃ তাহার নিকটে কোন কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি অন্য কথা কহিয়া, সেখান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, ভৃত্য বলিল, "আমি ঐ নামের কোন লোককে এখানে দেখিয়াছি। যদি আপনি তাহার বিষয় জানিতে চান,—তাহা হইলে আমার সহিত আসুন।"

শরৎকুমার যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে তাহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। পথে যাইতে যাইতে সেই পত্রখানি তাহাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লেখাপড়া জান?"

ভৃ। আজ্ঞে হাঁ,—অতি সামান্য।

শ। যাহাকে তুমি হেমচন্দ্র বলিয়া জানিতে, তাহার হাতের লেখা দেখিয়াছ?

ভৃ। আজ্ঞে হাঁ।

শ। এই পত্রখানি দেখিয়া বল দেখি, ইহা তাহার লেখা কি না?

ভৃত্য লেখা দেখিয়াই বলিল, "আজ্ঞে হাঁ,—এ লেখা তাঁহারই। তবে হেমচন্দ্র তাঁহার আসল নাম বলিয়া বোধ হয় না। লোকটা অতি ভয়ানক,—একটা প্রকাণ্ড অজাগর সর্প লইয়াই ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার পরিধানে গেরুয়া বসন। সদাই ধার্ম্মিকের ভাণ করিত,—কিন্তু অধার্ম্মিকের শিরোমণি। সৌভাগ্যের বিষয় এই, তাঁহার একখানি ছবিও আছে। যেখানে আপনাকে লইয়া যাইতেছি, তাহা ছবিরই দোকান। সে সেই খানেই থাকিত,—দোকানদার দয়া করিয়া তাহার ভরণপোষণ যোগাইত।

শ। কেন? দোকানদার তাহার প্রতি এত অনুগ্রহ করিত কেন?

ভৃ। জানি না,—কেমন করিয়া সে দোকানদারকে বশ করিল,—কিন্তু সে কখনও তাহার অমতে কোন কার্য্য করিত না।

শরৎকুমার এই সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার সহিত কোন স্ত্রীলোক ছিল?"

ভৃ। আজ্ঞে হাঁ,—এক যুবতী তাহার সঙ্গে ছিল। শুনিয়াছি, তাহারই স্ত্রী।

কতকাল এখানে ছিলেন?

ভৃ। প্রায় একবৎসর।

শ। কতদিন হইল এখান হইতে গিয়াছেন?

ভৃ। প্রায় ছয় সাত মাস কিন্তু আমার বোধ হয় সম্প্রতি তাহাকে এখানে দেখিয়াছি।

এইরূপ কথায় কথায় তাহারা সেই দোকানে উপস্থিত হইল। ভৃত্য দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া দোকানদারের সহিত কি পরামর্শ করিল পরে একখানি ছবি লইয়া দুইজনে বাহিরে আসিল।

ছবি দেখিয়া শরৎকুমার স্তম্ভিত হইলেন। তিনি দেখিলেন উহা তাঁহারই বন্ধু জগদীশের প্রতিকৃতি। তিনি ভৃত্য ও দোকানদারকে যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন এবং উচিত মূল্যে ছবিখানি ক্রয় করিয়া লইলেন। পরে ভৃত্যকে লইয়া তখনই আপন গৃহে ফিরিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় শরৎকুমার ইন্‌সপেক্টারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সেই ছবিখানি দেখাইয়া এবং ভৃত্যের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন সেই সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া যাহাতে জগদীশ শীঘ্র ধৃত হয় তাহার উপায় করিতে লাগিলেন।

ইন্‌সপেক্টার বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "শরৎ বাবু! আপনি কি মনে করেন আমি নিশ্চিন্ত আছি? পূর্ব্বেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনার বন্ধু জগদীশ বাবুই রমেশ বাবুকে হত্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়ায় এখনও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির করি নাই। জগদীশ বাবু এখান হইতে প্রস্থান করিলেও কি যেখানে আছেন, তাহা আমার জানা আছে। তিনজন

বলকে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ করিতে নিযুক্ত করিয়াছি। তিনি যে দিন যেখানে থাকেন তাহা আমি জানিতে পারি।”

শরৎকুমার ইন্‌সপেক্টারকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। সহস্র বার তাহার প্রশংসা করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন। “তবে কালই তাহার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির করিয়া দিন।”

ই। নিশ্চয়ই। আর একটা কথা শুনিয়াছেন, তিনি এখন সস্ত্রীক বাস করিতেছেন।

শ। তাঁহার আবার স্ত্রী কোথায়?

ই। জানি না—তবে এক যুবতীকে তিনি আপনার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেন।

শরৎকুমার তখন সেই পত্র সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। ইন্‌সপেক্টার বাবু তাঁহার মুখে সেই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, বন্ধু হইয়া যিনি এরূপে লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন, তিনি বন্ধু নহে—শত্রু আমি এখন সমস্তই বুঝিয়াছি রমেশ বাবুর কন্যাকে স্বয়ং বিবাহ করিবেন এই আশা করিয়া তিনি এই ভয়ানক জাল বিস্তার করিয়াছিলেন। রমেশ বাবু বড় কড়া লোক ছিলেন। সহজে যে কেহ তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিতে না তাহা জগদীশ বাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য তোমার চরিত্র কুৎসিত প্রমাণ করা, তাঁহার আবশ্যকীয় হইয়া পড়িল। যে সে লোকের কথায় রমেশ বাবু বিশ্বাস করিবেন না জানিয়া একজন গোস্বামীর নাম দিয়া ঐ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন এবং অবশেষে আপনাকে পৃথিবী হইতে [illegible]বার জন্যই আপনার ভাবী শ্বশুরকে হত্যা করিয়াছেন।”

সমস্ত কথা শুনিয়া শরৎকুমার বলিলেন। "আমিও ঐ প্রকার অনুমান করিয়াছি, কিন্তু আপনার শেষ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে পৃথিবী হইতে দূর করিবার জন্য সে রমেশ বাবুকে খুন করিল কেন?

ই। জগদীশ দেখিলেন যে রমা আপনাকেই আন্তরিক ভালবাসে। আপনার সহিত তাহার বিবাহ দিতে রমেশ বাবু অমত হইলেও জগদীশ রমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবেন না। তাই তিনি ভাবিলেন রমা যতই কেন আপনাকে ভালবাসুক না পিতৃঘাতীকে সে কখনও বিবাহ করিবে না। রমার এখনও বিশ্বাস যে আপনিই তাহার পিতাকে খুন করিয়াছেন।

শ। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি আমার স্বাপক্ষে সাক্ষী দিলেন কেন? ইচ্ছা করিলে সকলের সমক্ষে আমার স্কন্ধেই দোষ চাপাইতে পারিতেন।

ই। সে কথা আমিও ভাবিতেছিলাম কিন্তু তাহার কোন রূপ সদুত্তর বাহির করিতে পারি নাই। বোধ হয় লোকটার এক একবার সৎবুদ্ধি হইত এবং সেই জন্যই তিনি পুলিশে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী না দিয়া আপনার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ইন্‌সপেক্টার বাবু প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় শরৎকুমারের নিকট হইতে সেই পত্র খানি লইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে একজন কনষ্টেবল আসিয়া ইন্‌সপেক্টার বাবুকে সংবাদ দিল, জগদীশ বাবু সন্ন্যাসীর বেশে কালীঘাটে নকুলেশ্বরতলায় আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত যে রমণী ছিল, সেও আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত না থাকিয়া নিকটস্থ একখানি কুটীরে একাই বাস করিতেছে।

ইন্‌সপেক্টার বাবু চারিজন কনেষ্টবল লইয়া তাঁহার সহিত গমন করিলেন এবং অনায়াসেই জগদীশ ও সেই রমণীকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইলেন, রমণীকে দেখিয়াই তাঁহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। তিনি কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার কি মনে পড়িল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি! এ আবার কি খেলা খেলিতেছ? জগদীশ বাবুকে কেমন করিয়া হাত করিলে?"

রমণী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইন্‌সপেক্টার বাবুর কথায় সেও হাসিয়া উত্তর করিল, উনি বুঝি জগদীশ বাবু? আমাকে চিনিলেন আর আমার গুরুকে চিনিতে পারিলেন না। সর্দ্দারকে চেনা আপনার মত লোকের কর্ম্ম নয়।

ইন্‌সপেক্টার অপ্রতীত হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ জগদীশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি কিন্তু আমার দোষ নাই। রাধানাথ যে এমন হইয়া যাইবে তাহা কে জানিত? তুমি জানিত? তুমি যদি রোজ না দেখিতে, তাহা হইলে তুমিতে পারি পারিতে না।

কনষ্টেবলগণ ইতিপূর্ব্বেই তাহাদের উভয়ের হস্তে হাতকড়ি দিয়াছিল। ইন্‌সপেক্টার বাবুও আর অপেক্ষা না করিয়া বন্দীদ্বয়কে পুলিশে চালান দিলেন।

পুলিশে আসিয়া রাধানাথ ওরফে জগদীশ ওরফে হেমচন্দ্র সকল কথাই ব্যক্ত করিল। ইন্‌সপেক্টার বাবু পূর্ব্বেই সে কথা অনুমান করিয়াছিলেন সুতরাং বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন! "রাধানাথ! তুমিত বহু-কালের পুরাতন পাপী, বল দেখি চেহারাটার বদল করিলে কেমন করিয়া? আর শরৎকুমারের সর্ব্বনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলে কেন?"

রাধানাথ আবদ্ধ হস্তদ্বারা আপনার ললাট স্পর্শ করিল। পরে হাত নামাইয়া বলিল "সকলই অদৃষ্ট। কেন যে সেখানে আমার মুখ হইতে মিথ্যা কথা বাহির হইল না তাহা বলিতে পারিলাম না! মনে করিয়াছিলাম তাঁহার বিরুদ্ধেই সাক্ষ দিব; কিন্তু কি করিব সে সময় আমার মুখ যেন কে চাপিয়া ধরিল। আর চেহারার কথা বলিতেছেন, আমার সঙ্গী কে জানেন ত? সেই নেশা! নেশার জন্য আমার চেহারা দিন দিন এমন হইতেছে।"

ই। পৃথিবীর আর কোন নেশাই তোমার মনঃপূত হয় না?

রা। তা হ'লে আমি ইচ্ছা করিয়া একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ সঙ্গে লইয়া বেড়াই? দিনের মধ্যে একবার না সাপে খাওয়ালে আমার শরীর থাকিবে না। আমি মারা পড়িব!

ই। সাপে খাওয়ান কি? সাপটা তোমায় দংশন

রা। ঠিক দংশন নয়। সেই ঝুঙ্গীটা খুলিবা মাত্র সাপটা বাহির হইয়া আমাকে যেন আদর করিয়া বেষ্টন করিবে সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া আমার বগলের নীচে মুখ দিয়া মুখের বিষ এরূপে আমার রক্তের সহিত মিশ্রাইয়া দিবে যে আমি তখন কিছুমাত্র জানিতে পারি না। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উদয় হইবে।

ই। শুনিয়াছি অনেকে সেকো বিষ খাইয়া নেশা করে তুমি সকলের সেরা।

এই বলিয়া ইন্‌সপেক্টার বাবু হাসিতে হাসিতে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিচারে রাধানাথের ফাঁসী হইল। রমণী মুক্তিলাভ করিল। রাধানাথকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল সে দিন সন্ধ্যার সময় একটা শৃগাল মারিবার জন্য আমি "শরৎকুমারের লাঠী লইয়া আসি। শৃগালটা ভয়ানক উপদ্রব করিতেছিল বলিয়া সে রাত্রে আমি বাগানের কোন গুপ্তস্থানে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লুকাইয়া থাকিব মনে করিয়াছিলাম। রাত্রি দুটা পর্য্যন্ত একটা গাছের আড়ালে ছিলাম। তাহার পর রমেশ বাবু আসিলেন। আমি তাহা দেখিয়া গোপনে বৈঠকখানার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম, আমি পূর্ব্বে জানিতাম ঐরূপই ঘটিবে। আন্তরিক আনন্দিত হইয়া আমি তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম। শেষে যখন রমেশ বাবুকে ছাড়িয়া শরৎকুমার বারান্দায় আসিয়া বসিলেন; আমিও রমেশ বাবুর পাছু লইলাম। কিছুদূর গিয়াই পশ্চাৎ হইতে মস্তকে এমন আঘাত করিলাম যে এক- চীৎকার করিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল আমি লাঠী ভিতর ফেলিয়া আমার ঘরে আসিয়া বসিলাম।

শরৎকুমার বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আসামী কে তাহার কথাগুলি লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটও অনুমতি দিলেন। আসামী লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিল।

কাগজখানি লইয়া শরৎকুমার তখনই রমেশ বাবুর বাড়ীতে যাইলেন। রমা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিল যে তাহার পিতার প্রকৃত হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে এবং তাঁহারই পিতার বন্ধু জগদীশই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। শরৎকুমারকে দেখিয়া রমা লজ্জিতা হইল তাঁহার মুখের দিকে সাহস করিয়া চাহিতে পারিল না। শরৎকুমার বুঝিতে পারিলেন। তিনি নিজের রমাকে লজ্জিতা হইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার দোষ কি? যেরূপ পত্র তোমরা পাইয়াছিলে তাহাতে আমার চরিত্রে সন্দেহ হওয়াই সম্ভব। এরূপে প্রতারিত হইয়াছিলে বলিয়াই তোমাকে ক্ষমা করিলাম।"

কিছুদিন পরে রমার সহিত শরৎকুমারের বিবাহ হইল, রমার এখন দুই পুত্র একটী কন্যা। রমা কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুঃখ করে যে সে কেন এমন দেব দুর্লভ স্বামীর প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিল।

সম্পূর্ণ।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সচিত্র লোমহর্ষণ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

মহারাজা ও শয়তানী।

[বিলাতী বাঁধাই ও সোণার জলে নাম লেখা]

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাকমাশুল ও ভিঃ পি ।/০ আনা।

এরূপ বিচিত্র ঘটনাময় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস আর একখানি বঙ্গ সাহিত্য জগতে আছে কি না সন্দেহ। যাঁহারা "সুন্দরী-সংযোগ" ও "খুন বা অখুন" পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন,—এই সুলেখকের লিখিত ডিটেকটিভ উপন্যাস কিরূপ হৃদয় উত্তেজক চিত্তাকর্ষণ। লোমাঞ্চক ও কৌতুহলোদ্দীপক। এই উপন্যাসের প্রতি লাইনে লাইনে রহস্য, রহস্যের উপর রহস্য। কেহ এক লাইন ছাড়িয়া পড়িতে অক্ষম হইবে না এবং শেষ পর্য্যন্ত না পড়িলে, কাহারও সাধ্য নাই যে, রহস্য ভেদ করে। লেখা সুন্দর, ছবি সুন্দর।

স্ত্রীলোক ভালবাসার দ্রব্য পাইবার জন্য কিরূপ ব্যাকুল হয়, তাহার ফলে কি ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার সংসারে সংঘটিত হইতেছে, তাহা জলন্ত অক্ষরে এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। উপন্যাসের বর্ণনা বিজ্ঞাপনে হয় না, ভাল মন্দ পড়ার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রকাণ্ড পুস্তক প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবার ইহার সহিত কিরূপ আশাতীত উপহারের আয়োজন দেখুন।

১। সচিত্র বহুরূপী (রহস্যোন্যাস) ১২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ২। সচিত্র বেগমী বেলা (উপন্যাস) ১২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ৩। প্রেম উন্মাদিনী (উপন্যাস) ১৫৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ৪। ভয়াবহ চেয়ার (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস) ৮৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ৫। দুর্বৃত্ত দমন (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস) ১৩৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ম্যানেজার—শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিঃ

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

তিন খুন।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

(বিলাতী বাঁধাই ও সোণার জলে নাম লেখা।)

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা, ডাকমাশুল ৵০ তিন আনা।

প্রথম দৃষ্টিতে ইহার উপন্যাস ভাগ বা ঘটনাটী বড় সাদাসিধে। খুন হইল—আসামী ধরা পড়িল—বাস! সব গোল মিটিয়া গেল। কিন্তু ইহার ঘটনাসৃষ্টি এমন বৈচিত্রময়ী যে, পৃষ্ঠার পর যতই পৃষ্ঠা উল্টাইবেন, ততই জটিলতা এবং রহস্যের নিবিড়তার মধ্যে পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিতে হইবে। প্রতিভাশালী, সূক্ষ্মদর্শী গোয়েন্দা রামদেব অনন্যসুলভ বিচক্ষণতাবলে অতি সামান্য মাত্র—অন্যের উপেক্ষণীয় সূত্র ধরিয়া, কেমন করিয়া, সত্যের আলোক বাহির করিতেছেন—পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া উঠিবেন। সমগ্র পুলিশ কর্ম্মচারী রামদেবের বিরুদ্ধে—তাঁহার গ্রাহ্য নাই। প্রতি পদে বাধা পাইতেছেন—তথাপি অদম্য উৎসাহে অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন। এরূপ রহস্যবিপ্লব—এরূপ হত্যাকারীর আত্মগোপন চেষ্টা—এরূপ মানের জন্য আত্মবলি আর কোন পুস্তকে বর্ণিত হয় নাই। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। ইহার উত্তরভাগ আরও চমৎকার। এই খণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত না পড়িলে, হত্যাকারী কে—হত্যা করিবার উদ্দেশ্য কি? কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়—ভালবাসার জন্য কেমন করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতে হয়—উপেক্ষিতা সন্দেহবিদগ্ধা রমণী কত নির্ম্মমা, তাহার সহস্র বিকাশ এ পুস্তকে যেমন ফুটিয়াছে,—লেখকের ভাষার তুলিকায় যেমন চিত্রিত হইয়াছে সচরাচর আজি কালিকার কোন উপন্যাসেই তাহার সাদৃশ্য দেখা যায় না। প্রকাণ্ড পুস্তক। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

ম্যানেজার—শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ম্যানেজার— শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

বিজ্ঞান এবং কাব্য জগতের অমূল্য কোহিনুর!

প্রেমের বিকাশ।

(বিলাতী বাঁধাই ও সোণার জলে নাম লেখা।)

মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ৶০ তিন আনা।

মলয় আসে, চাঁদের জ্যোৎস্নাভাসে, কোকিলের কুহুতানে চকোরীর হতাশ পিয়াসে শুধুইত প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা, প্রেমই সংসারের বন্ধনী। এমন মোহ মদিরা মাখা যে প্রেম, তাহার তত্ত্ব যদি না বুঝিলাম, তবে বুঝিলাম কি? মনুষ্য স্ব ইচ্ছায় প্রেমলাভ ও দান করিতে পারে—যাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাকে সে আজ্ঞাকারী করিতে পারে, কেমন করিয়া পারে, তাহার বৈজ্ঞানিক উপায় শিক্ষা দিবার জন্য আমেরিকার নিউইয়র্কনগরে প্রেমের বিদ্যালয় হইয়াছে, আর আমাদের দেশে বঙ্গভাষায় একমাত্র পুস্তক—প্রেমের বিকাশ। ইহা পাঠে করিলে, জানিতে শিখিতে ও বুঝিতে পারিবেন—প্রেম কি, প্রেমের আধার কোথায়, কেমন করিয়া কোথা দিয়া প্রেমের আবির্ভাব হয়, কেন নরনারী পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়, যাহাকে ভালবাসা যায়, কোন্ বিজ্ঞানবলে তাহাকে ছায়ার মত সঙ্গিনী করা যায়, আদর, সোহাগ, মান, অভিমান, নয়নে নয়নে কথোপকথন, যাহাকে দেখিয়া আপন ভুলিয়াছি, কোন্ উপায়ে তাহাকে ভুলান যায়, প্রেমক্রীড়া, স্বইচ্ছায় পুত্র বা কন্যা উৎপাদন, তাড়িতের ক্রিয়া কোকিল, ভ্রমর, মদন, রতি, বসন্ত, পঞ্চশর, যৌবনসৌন্দর্য্য, নর ও নারীর দেহতত্ত্ব, আত্মা কি? আত্মার স্বরূপ কি? ইত্যাদি ৫৬টী মুল বিষয় ও তাহার শাখা বিষয়, উদাহরণ এবং কালিদাস, ভবভূতি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, সেক্সপিয়র, সারওয়াল্টার স্কট, গোল্ড স্মিথ, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত কবিগণের প্রেমেরভাব, মাধুর্য্য রসাত্মক ব্যাপার ও কাব্যের দৃষ্টান্ত প্রভৃতিতে এই গ্রন্থ পূর্ণ। না পড়িলে এ গ্রন্থের ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন ভাষা সরল ও মধুর।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অধ্যাত্ম জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী! পরলোকের ভীষণ ঘটনা!

পেত্নীর প্রেম।

অভিনব উপন্যাস।

মূল্য ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ১৷৷০ দেড় টাকা।

উপন্যাসে নায়ক নায়িকার প্রেম পাঠ করা হইয়াছে, হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রেমের-সুখের বেদনা অনুভব করা হইয়াছে—কিন্তু অমর প্রেমের অমর কাহিনী মরজগতে বসিয়া জানিতে হইলে, পেত্নীর প্রেম পাঠ করুন। মানুষ মরে, প্রেম মরে না। বিদেহী আত্মার সঙ্গে সঙ্গে যুগ হইতে যুগান্তর প্রেমের বাসনা জ্বলিয়া জ্বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পেত্নীর প্রেমে সেই সকল অমানুষিক সত্য ঘটনা জানিবেন—আর শিহরিবেন। তারপরে ভীষণ নরহত্যা, শয়তান প্রলোভনে মানবের অধঃপতন, দেবত্ব হইতে পশুত্বে পরিণত—প্রহেলিকাময় মোকদ্দমা, প্রহেলিকাময় অনুসন্ধান, প্রহেলিকাময় জালিয়াতী প্রভৃতি ব্যাপার পাঠ করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে চমকিয়া উঠিবেন। সতী রমণীর স্বামীভক্তি ও নিষ্ঠা এই উপন্যাসের অস্থিমজ্জায় গ্রথিত।

এই শ্রেণীর—এইরূপ ধরণের উপন্যাস বঙ্গভাষায় এই নূতন। ইহা স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, সকলেরই পাঠ্য। পড়িতে বসিলে ঘটনাপ্রবাহে ডুবিয়া যাইতে হয়, কত শিখিলাম, কত বুঝিলাম, কিন্তু আরও খানিক থাকিল না কেন? কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

উপহার—১। বৌ বাবু (সামাজিক প্রহসন), ২। দলিয়া বিবি (রহস্যজনক উপন্যাস), ৩। মরামেম (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস), ৪। দুই দারোগা (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস), ৫। শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ২০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ আশ্চর্য্য নবেলাস "পারুল বা সেই কি তুমি?"

ম্যানেজার—শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

4